৩৫

যায়যায়দিন

তারিখ SEP. 1 0-2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

# ভর্তি সঙ্কটে পড়বেন এইচএসসি উত্তীর্ণ ৫০ হাজার ছাত্রছাত্রী

আতিক রহমান পূর্ণিয়া ও শফিক ইসলাম

এবার এইচএসসি পাস করা ৫০ হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী তাদের কাঙ্ক্ষিত উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। যারা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন তাদের একটি সীমিত অংশ ভর্তি হতে পারবেন প্রতিষ্ঠিত পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোতে। একটি বড় অংশ যারা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধীন বিভিন্ন কলেজ থেকে অনার্স মাস্টার্সে ভর্তি হবেন, তারা মানসম্মত শিক্ষা পাবেন কি না তা নিয়ে আশঙ্কায় রয়েছেন ওইসব কলেজের শিক্ষকরাই।

বৃহস্পতিবার এইচএসসির ফলাফল বের হয়েছে। এবার সারা দেশে পাস করেছেন মোট ৩ লাখ ৩৫ হাজার ৪৫৪ জন ছাত্রছাত্রী। এদের জন্য দেশে উচ্চশিক্ষা লাভের মতো পর্যাপ্ত আসন নেই। অবশ্য ফলাফল প্রকাশ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেস ব্রিফিংয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সামনেই শিক্ষা সচিব ও কয়েকজন বোর্ড চেয়ারম্যান দাবি করেন, দেশে গ্র্যাজুয়েশন পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা লাভের মতো প্রায় সাত লাখ আসন রয়েছে। সচিবের দেয়া এ তথ্যকে সংশ্লিষ্ট অনেকেই বিভ্রান্তিকর বলে মন্তব্য করেছেন।

এ সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, দেশে গ্র্যাজুয়েশন পর্যায়ে সব পাবলিক ও প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, মেডিকাল, বুয়েটসহ আসন রয়েছে সর্বোচ্চ পৌনে তিন লাখ। ইউজিসি (ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন) সূত্র জানায়, দেশের ২৪টি পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে আসন রয়েছে ২৫ হাজার। ন্যাশনাল ইউনিভ অধীন কলেজগুলোতে আছে আরো এক লাখ দেশের ৫৪টি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে সর্বোচ্চ ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রী। ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা কোর্সে সারা দেশে আসন আছে আরো হাজার। এছাড়া সরকারি-বেসরকারি মেডিকাল পাঁচ হাজার, টেকনিকাল ও অন্যান্য বিএসসি পাঁচ হাজার এবং মাদ্রাসাগুলোতে ৩০ হাজারের ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে পারেন। সে হিসাবে প্রায় তিন লাখ শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার চাহিদা মেটাতে দেশের ইউনিভার্সিটি ও কলেজগুলো। এবারের এইচএসসির ফলাফলে

## ভর্তি সঙ্কটে পড়বেন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

টি শিক্ষা বোর্ড থেকে ১ লাখ ৪৭ হাজার ২ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৩.৫-এর নিচে র করেছেন। পাবলিক নিভার্সিটিগুলোতে জিপিএ ৩.৫-এর নিচে ল শিক্ষার্থীরা ভর্তির জন্য আবেদনই করতে পারেন না।

প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির অধিকাংশেই বিপরীত চিত্রও দেখা যায়। হাতেগোনা চার-পাঁচটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। মেধাবী শিক্ষার্থীরা এসব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকেন। পক্ষান্তরে অধিকাংশ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ওপর ছাত্রছাত্রীদের আস্থা নেই এবং এগুলোতে পড়াশোনা করা ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় পারতপক্ষে ওইসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে চান না।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর সূত্রে জানা যায়, দেশে উচ্চশিক্ষার ৮০ ভাগ পূরণ করা হয় ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধীন ২৬৯টি কলেজের মাধ্যমে। কিন্তু এসব কলেজে বছরে ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে পারেন প্রায় এক লাখ। এসব কলেজে শিক্ষার মান সম্পর্কে রয়েছে নানা প্রশ্ন। এইচএসসিসহ বিভিন্ন পর্যায়ে মোট প্রায় সাড়ে ছয় লাখ ছাত্রছাত্রীর জন্য এসব প্রতিষ্ঠানে মোট শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র সাড়ে ১২ হাজার। রাজধানীর ঢাকা কলেজ, মিরপুর বাঙলা কলেজসহ বেশ কয়েকটি নামিদামি কলেজেও প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই। বিভাগীয় বা জেলা পর্যায়ে কলেজগুলোর অবস্থা আরো নাজুক।

প্রার্থী ও আসন হিসাবের পার্থক্য এখানেই শেষ নয়। এবার প্রায় সাড়ে তিন লাখ শিক্ষার্থী এইচএসসি পাস করেছেন। তাদের সঙ্গে গতবারের আরো প্রায় ৫০ হাজার এইচএসসি পাস করা ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবেন।

ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এসএমএ ফায়েজ যায়যায়দিনকে বলেন, এখনকার ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই খুব মেধাবী। এরা সবাই উচ্চশিক্ষা গ্রহণে যোগ্যতা রাখেন। কিন্তু তাদের মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পাবেন অনেক কম শিক্ষার্থী। তিনি বলেন, সবাই ইউনিভার্সিটিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকেন। কিন্তু এগুলোর ধারণক্ষমতা সীমিত। নতুন ইউনিভার্সিটি ও বিভাগ খোলার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার সুযোগ প্রশস্ত করা যাবে বলে ড. ফায়েজ আশা প্রকাশ করেন।

ইউজিসির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এম আসাদুজ্জামান যায়যায়দিনকে বলেন, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষায় ভর্তি হতে পারেননি দেশে, এখনো এমন হয়নি। হয়তো পছন্দ অনুযায়ী ভর্তির সুযোগ পাননি। তিনি বলেন, ভবিষ্যতের চাহিদার কথা মাথায় রেখেই আগামী ২০ বছরের মধ্যে দেশে নতুন ২৮টি পাবলিক ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করেছে ইউজিসি।